

গবেষণার শিরোনাম
বার্ধক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা: বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায়
একটি সমীক্ষা

প্রকল্প পরিচালক

ড. মো. রবিউল ইসলাম

অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Email: rabiuledubd@gmail.com মোবাইল: ০১৭৪০৭৫৩০১৫

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজসেবা অধিদপ্তর

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

১) গবেষণার শিরোনাম: বার্ধক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা: বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় একটি সমীক্ষা

২) ভূমিকা

মানব জীবন পরিক্রমার সর্বশেষ, অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক পর্যায় হচ্ছে বার্ধক্য। কারো যদি অকাল মৃত্যু না হয় তবে প্রত্যেককেই এ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। বার্ধক্যে ব্যক্তি নতুন পরিচয়ে পরিচিত হন-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বয়স্ক, বুড়া-বুড়ি, প্রবীণ বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে। এ সময় পৌঁছে মানুষ যে সমস্ত অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় তা তাঁর কাছে অভিনব, অপ্রতিরোধ্য, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে তার নিজের পক্ষে এগুলোর সমাধান তথা মোকাবেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ গ্রামীণ প্রবীণের বড় চ্যালেঞ্জ হল দারিদ্র্য ও দুর্বল স্বাস্থ্য সেবা। বার্ধক্যে দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারন হল- সীমিত আয় ও সঞ্চয়, কর্মহীনতা, অক্ষমতা, অসুস্থতা, অপ্রতুল পেনশন ব্যবস্থা, চাকরির সুযোগের অভাব, দুর্বল স্বাস্থ্য, মৌলিক সেবা কার্যক্রমে সীমিত প্রবেশাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনির ঘাটতি।

জাতিসংঘ বার্ধক্যকে মানবজীবনের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ০১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০২১ সালে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ জনসংখ্যা ছিল ৯৯০ মিলিয়ন, যা ১৯৮০ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ২০৫০ সালের মধ্যে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আবার দ্বিগুণ হবে যা প্রায় ২.১ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়। বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ প্রবীণ জনগোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০৫০ সালে বিশ্বের ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৮ জন প্রবীণ উন্নয়নশীল অঞ্চলে বসবাস করবে এবং তাদের মধ্যে ৫০% এর বেশি বয়স্ক মহিলা থাকবেন (UN, ২০২১)। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই হার অনেকটাই সত্য। বাংলাদেশে প্রবীণদের হার যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি বেড়ে চলেছে তাঁদের বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের পরিমাণও। শুধুমাত্র সংখ্যায় এরা দ্রুত বাড়ছে তাই নয়; এঁদের অধিকারগত প্রয়োজন মেটানোর মতো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমতা ক্রমেই গভীর সংকট এবং তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা তেমন সচেতন নই।

আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণরা অতীতে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতেন। মূলত: তাঁরাই পরিবার পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে তৈরি হচ্ছে একক পরিবার। দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, যুব শ্রেণীর গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীবনধারণ সামগ্রীর উচ্চ মূল্য, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি কারণে আজকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে (Islam; 2013)। আর এ পরিবর্তনশীলতার নিরব শিকার হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী যা প্রবীণদের দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করে।

৩) গবেষণা সমস্যা

আধুনিককালে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন মানুষের আয়ুষ্কালকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৩.৩ বছর (বিবিএস, ২০২২)। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ২০% হবে (সারণী-১)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোন দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ হতে ১২ ভাগ প্রবীণ হলে ঐ দেশকে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ ধরা হয়। সে হিসেবে আগামী কয়েক বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের দিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে বিশ্বে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে যা নিম্নের সারণীতে প্রনিধানযোগ্য:

সারণী-১: প্রবীণ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির প্রবণতা

সাল	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা হার
১৯৭৯	১.৯৮	৩
২০০১	৬.০৫	৫.৪২
২০১১	১০	৭
২০২২	১৫.৩	৯.২৮
২০২৫	১৭.৬২ (প্রক্ষেপিত)	১১ (প্রক্ষেপিত)
২০৫০	৪৩.০২ (প্রক্ষেপিত)	২০ (প্রক্ষেপিত)

উৎস: আদম শুমারি, ২০০১, ২০১১ ও ২০২২, বিবিএস ২০২২, জাতিসংঘ, ২০২১

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির একটি উদ্বেগজনক হার হল ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। আদম শুমারী ২০২২ এ দেখা যায়, ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জনসংখ্যা ৯.৭ মিলিয়ন যা মোট জনগোষ্ঠীর ৫.৮৯%। প্রবীণ জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড় ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম। ২০০২ সালে ১৫৯টি দেশের উপস্থিতিতে মাদ্রিদে প্রবীণ জনসংখ্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ৪৫টি ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়, যার ৫ম টি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাঁদের দারিদ্র্য। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিশু বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। ফলে, মোট প্রবীণ জনসংখ্যা শিশু জনসংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং, এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রবীণরাই জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। এ হিসেবে মোট প্রবীণের প্রায় ৭৫ শতাংশ (প্রায় ১১ মিলিয়ন) গ্রামে বাস করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করলে দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক প্রবীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে গ্রামে বাস করে। এই ব্যাপক দারিদ্র্যের মাঝে অধিকাংশ প্রবীণ জনগণ স্বাস্থ্য সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের জনসাধারণের তুলনায় প্রবীণরা অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। স্বচ্ছল পরিবারে প্রবীণদের অবস্থা তত খারাপ নয়, তবুও তাঁদের অনেকেই পারিবারিক ভাঙ্গন, মানসিক পীড়ন, নিঃসঙ্গতা এবং অযত্ন-অবহেলার শিকার। দারিদ্র্য ও নির্ভরশীলতার অন্যতম শিকার হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী।

সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের প্রবীণদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত। অধিকাংশ প্রবীণদের উপার্জন, কর্মসংস্থান তথা ক্রয়ক্ষমতা থাকে খুবই সামান্য। আর এর আঘাত সর্বাত্মে পড়ে প্রবীণের জীবনযাপনে। পেনশন ভাতাদি অত্যন্ত অপ্রতুল এবং অন্যান্য উপার্জন ক্ষমতাও তখন হ্রাস পায়। ফলে প্রবীণদেরকে ছেলেমেয়েদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আবার অনেকেই তার নিজস্ব সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বেই ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে যান। যাঁরা ধনী তাঁদের এ সমস্যা তেমন প্রকট না হলেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে এ সমস্যা জটিল হয়ে দেখা দেয়। দরিদ্র পরিবারভুক্ত প্রবীণরা নিরুপায় হয়ে ভরণ পোষণের তাগিদে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এমনকি ভিক্ষাবৃত্তির মত মানবেতর কাজেও জড়িয়ে পড়েন, যা অমানবিক। প্রবীণ পরিবারসমূহ মূলত আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রবীণদের দায়দায়িত্ব গ্রহণে ক্রমশ অপরাগ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারেই সন্তানরা পিতামাতাকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে, ফলে চিকিৎসাসহ বহুবিধ মৌলিক সেবা হতে প্রবীণরা বঞ্চিত হয় (Islam; 2013)। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রবীণরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত, অবহেলা, বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির শিকার হয়ে অনাকাজ্জিত অবস্থায় সমাজের বাড়তি বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়ে চরম হতাশা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

এদেশের অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে প্রবীণদের স্বাস্থ্যগত ও দৈহিক অবস্থা সার্বিকভাবে অত্যন্ত নাজুক। অধিকাংশ প্রবীণের স্বাস্থ্য দুর্বল ও অবনতিশীল। গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলোতে প্রবীণদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা আরো নাজুক। এদেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। শহুরে বসবাসরত প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা কিছুটা ভোগ করলেও গ্রামে তা একেবারেই অনুপস্থিত বলা যায়। সাধারণত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পুষ্টি, পানীয়, অসুখ বিসুখের সময় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও যত্ন, স্বাস্থ্যগত ও স্বাস্থ্যসম্মত জ্ঞান, উন্নত পয়ঃপ্রণালী, দৈহিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিনোদন, মানসিক প্রশান্তি এবং অন্যান্য উন্নত পরিবেশ মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং ভাল থাকার অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য ও জরাগ্রস্থ প্রবীণদের জীবনে এসব উপাদানের ঘাটতি এবং দীর্ঘ বঞ্চনা রয়েছে। ফলে, শেষ জীবনে প্রবীণরা নানা রোগ-ব্যধির শিকার হয়। অনেক প্রবীণ বিভিন্ন মানসিক ও মানবিক কারণে দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক চাপ ও অন্যান্য সমস্যায় পতিত হন। স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যু, সন্তানের অকালমৃত্যু, পরিবারের সদস্যদের অবজ্ঞা, প্রবীণের প্রতি তরুণ সমাজের অনীহা ও উদাসীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির প্রভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনধারার ক্রমবিকাশ, সামঞ্জস্যহীনতা, পরিবারে বিবাহযোগ্য সন্তান-সন্ততির উপস্থিতি ইত্যাদি কারণে অনেক প্রবীণ মানসিক সমস্যা অনুভব করেন (Islam; 2013)। গবেষণায় দেখা যায়, স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব এবং স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের অনীহা স্বাস্থ্য রক্ষার পথে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে এবং তাঁদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা সমীক্ষাটি গুরুত্বের দাবী রাখে।

৪) গবেষণার যৌক্তিকতা

সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের নিশ্চিতের ব্যবস্থা ও ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ষিক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ “Left no one behind.” এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সেবা, লিঙ্গ সমতা, কর্মসংস্থান এবং সেই সাথে বৈষম্য হ্রাস এবং শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। SDG goal 1: No Poverty এবং 2: Zero Hunger লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান গবেষণাটি গুরুত্বের দাবী রাখে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ডেল্টা প্লানে (২১০০) দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে, মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধিতে এবং তাদের মানসিক-সামাজিক সুস্থতার উন্নতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা অপরিহার্য। সরকার বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যাণে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং পিতামাতা ভরণপোষন আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যের দারিদ্র্যের কারণ ও প্রভাব এবং বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে যা প্রবীণ কল্যাণে ভবিষ্যত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৫) ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো

৫.১) প্রবীণ

মানব শরীরে কলা ও কোষের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে আমরা বার্ষিক্যের দিকে ধাবিত হই (Decker, 1980)। আবার বার্ষিক্যে মানুষের সামাজিক ভূমিকা, সামাজিক সম্পর্ক ও মর্যাদার যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি তাঁর প্রত্যক্ষ ক্ষমতা, প্রেষণা, শিক্ষণ, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, আবেগ ইত্যাদি মানসিক দিকেরও পরিবর্তন সাধিত হয় (রহমান, ২০০২)। Strchler (1999) বার্ষিক্যের চারটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন: ক) বার্ষিক্য সার্বজনীন; যা সকল মানুষের জীবনে আসে; খ) বার্ষিক্য ক্রমবর্ধমান ও চলমান প্রক্রিয়া; গ) বার্ষিক্য মানব শরীরে কলা ও কোষের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া; এবং ঘ) বার্ষিক্য ক্রমক্ষয়িষ্ঠু প্রক্রিয়া। বিখ্যাত সমাজ ও জরাবিজ্ঞানী (Ward, 1984) বার্ষিক্যের চারটি সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন, যেমন:

- ১) বয়সানুক্রমিক বার্ধক্য: বয়সানুক্রমিক বার্ধক্য জন্মগ্রহণের পর বছর হিসেবে নির্ণয় করা হয়।
- ২) জৈবিক বার্ধক্য: এটি দৈহিক পরিবর্তন এবং দেহের কলা-কোষের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাব নির্দেশ করে।
- ৩) সামাজিক বার্ধক্য: বার্ধক্যে সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তির ভূমিকার পরিবর্তন, সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, অবসর গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়াবলী নির্দেশ করে।
- ৪) মনস্তাত্ত্বিক বার্ধক্য: বয়সের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যক্ষণ, আবেগ, অনুভূতি, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, তাড়না ইত্যাদি মানসিক অবস্থা কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা নির্দেশ করে।

বিশ্বের সব দেশে প্রবীণদের বয়সের মাপকাঠিতে নির্ণয় করা হয়। এজন্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি, আইন ও নিয়ম কানুন রয়েছে। জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী, উন্নত দেশে ৬৫ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সীদের প্রবীণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে ৬০ বছর এবং তদুর্ধ্বদের প্রবীণ বলা হয় (জাতিসংঘ, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং পিতা মাতা ভরণ পোষণ আইন, ২০১৩)।

৫.২) তাত্ত্বিক কাঠামো

3Ds প্রবীণের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রবীণ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধরে নেয়া হয় যথা: Disease, Disability and Death. সমাজবিজ্ঞানী Harris বার্ধক্য জীবনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, “For some people retirement is a dismal, unhappy experience with serious financial, social, and psychological problems.” জরাবিজ্ঞানী Barrow and Smith বার্ধক্যে অবসর জীবনের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেন, “Retirement may mean the golden years for some, but to others it is a psychological death sentence.” বার্ধক্য প্রক্রিয়াটি প্রধানত জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক।

বার্ধক্যে দারিদ্র্য নিয়ে জরাবিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন যেমন-বার্ধক্যে দারিদ্র্যের বিযুক্তি তত্ত্বে দেখা যায়, কর্মশক্তি এবং সামাজিক ভূমিকা থেকে প্রত্যাহার প্রবণতা বার্ধক্যে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা এবং দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যায় কেননা এ সময়ে অধিকাংশ প্রবীণের আয় থাকে না।

আধুনিকীকরণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে, সমাজ যত শিল্পায়িত ও প্রযুক্তি নির্ভর হয় তত প্রবীণের আর্থিক মূল্য কমে যায়। প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে, প্রবীণ জনগোষ্ঠী প্রায়ই তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের জন্য মূল্যায়িত হতেন। এর বিপরীতে, আধুনিক অর্থনীতিতে প্রযুক্তি দক্ষতা এবং উদ্ভাবনকে অত্যন্ত মূল্য দেয়া হয়, যার ফলে প্রবীণ কর্মসংস্থানের বাজারে পিছিয়ে পড়েন এবং কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েন। আধুনিক সমাজে তাঁদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার অবমূল্যায়নের কারণে প্রবীণ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন।

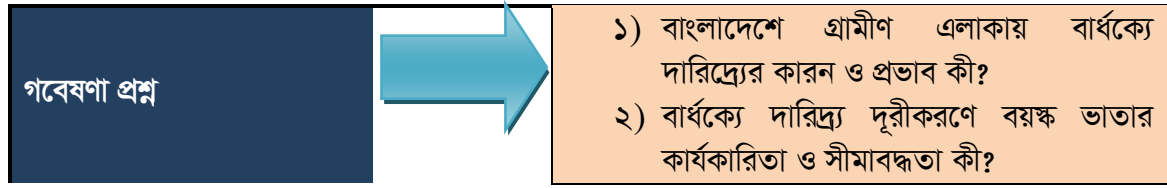
কাঠামোগত তত্ত্বে দেখা যায়, জনস্বার্থ নীতি এবং আর্থিক কাঠামো বৃদ্ধদের আর্থিক অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমন-পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর

মধ্যে দারিদ্র্যের মাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক বর্জন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে, প্রবীণ জনগোষ্ঠী কীভাবে আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং বহিষ্কৃত হয়। প্রবীণ জনগোষ্ঠী সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যেমন-কর্মসংস্থান, শিক্ষা, বা সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় যা দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করে।

৬) সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বার্ধক্য ইস্যুতে গবেষণা খুব বেশী পরিচালিত হয়নি। ইতোপূর্বে বার্ধক্য বিষয়ে যে সব গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত পেপারে বাংলাদেশের প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য সমস্যা তুলে ধরেছে। ২০০২ সালে রহমান পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের প্রবীণদের চিত্র তুলে ধরে গ্রামীণ ও শহুরে প্রবীণদের তুলনামূলক সমস্যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধ্যাপক সামাদ আবেদীন (১৯৯৯) তাঁর গবেষণায় প্রবীণদের সমাজে বসবাসের ধরণ, সামাজিক চিত্র ও স্বাস্থ্য সমস্যা তুলে ধরেছেন। কবির ও সালাম (২০০১) পরিচালিত অন্য আরেকটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রবীণ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম এবং তাদের অধিকাংশই স্বাস্থ্য সেবা ও স্যানিটেশন থেকে বঞ্চিত হয়। Monawar Hosain, G.M et al., (2003) পরিচালিত গবেষণায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য সমস্যা ও স্বাস্থ্য চাহিদার কথা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ (২০০৫) পরিচালিত গবেষণায় প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক দিক, দারিদ্র্যের চিত্র, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং তাদের বার্ধক্যজনিত রোগব্যধি দেখিয়েছেন। ড. নিলুফার নাহার (২০০৬) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষিতে বৈধব্যের শিকার প্রবীণাদের সামাজিক জীবন, পরিবার ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবীণাদের ভূমিকা ও স্বাস্থ্য এবং মানসিক সমস্যা তুলে ধরেছেন। Munsur Ahmed, Mohammad et al., (2010) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশে প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বসবাসের চিত্র ও স্বাস্থ্য সমস্যা ও অপব্যবহার দেখিয়েছেন। ইসলাম (২০১৩) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বার্ধক্য সমস্যাটি দেখিয়েছেন এবং ভূঞা (২০১৩) পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রবীণদের মৌলিক চাহিদা পূরণের চিত্র এবং বয়সের কারণে মানবাধিকার লংঘনের চিত্রটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাহিত্য সমীক্ষায় দেখা যায়, বার্ধক্যে দারিদ্র্যের কারন ও প্রভাব এবং তা দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার প্রভাব নিয়ে তেমন কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। কাজেই বর্তমান গবেষণাটি গুরুত্বের দাবী রাখে।

৭) গবেষণার প্রশ্ন



৮) গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা সম্পর্কে জানা। এ লক্ষ্যে বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হল:

- ১) গ্রামীণ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক অবস্থা জানা;
- ২) গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্যের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানা;
- ৩) গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করা; এবং
- ৪) বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে কিছু সমন্বিত নীতি সুপারিশ তুলে ধরা।

৯) গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেখানে পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের মৌলিক যৌক্তিকতা হলো গুণগত গবেষণা পরিমাণগত গবেষণার ফলাফলকে যেমন সমৃদ্ধ ও যথার্থতা দান করে তেমনি গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। আলোচ্য গবেষণায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক অবস্থা এবং বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্যের কারণ, প্রভাব ও দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে সমৃদ্ধ করার জন্যে এবং কিছু নীতি-সুপারিশ তুলে ধরার জন্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), মূখ্য উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার (KIIs) এবং গভীর কেস অনুধ্যান পদ্ধতি (In-depth case study) ব্যবহার করা হবে। গবেষণায় উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা লাভ এবং জটিল ঘটনাবলী উদঘাটন করা (Azorin & Cameron, 2010: 95)।

৯.১) গবেষণা এলাকা: বর্তমান গবেষণাটি ঢাকা ও খুলনা বিভাগে পরিচালিত হবে। দু'টি বিভাগ নির্বাচনের কারণ হল গবেষণার ফলাফল যাতে প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

৯.২) নমুনায়ন

গবেষণাটি ০২টি বিভাগের ০২ টি জেলার ০৪ টি উপজেলার গ্রাম এলাকায় পরিচালিত হবে। ০২টি বিভাগ থেকে ০২টি জেলা (প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে ০১টি জেলা, সিটি কর্পোরেশনভুক্ত জেলা ব্যতীত) এবং প্রত্যেকটি জেলা থেকে ০২টি করে উপজেলা নিয়ে মোট ০৪ টি উপজেলা দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে ৩০ জন করে বয়স্ক ভাতাভোগী প্রবীণ দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে মোট ১২০ জনের নিকট থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা নির্বাচন করা হবে।

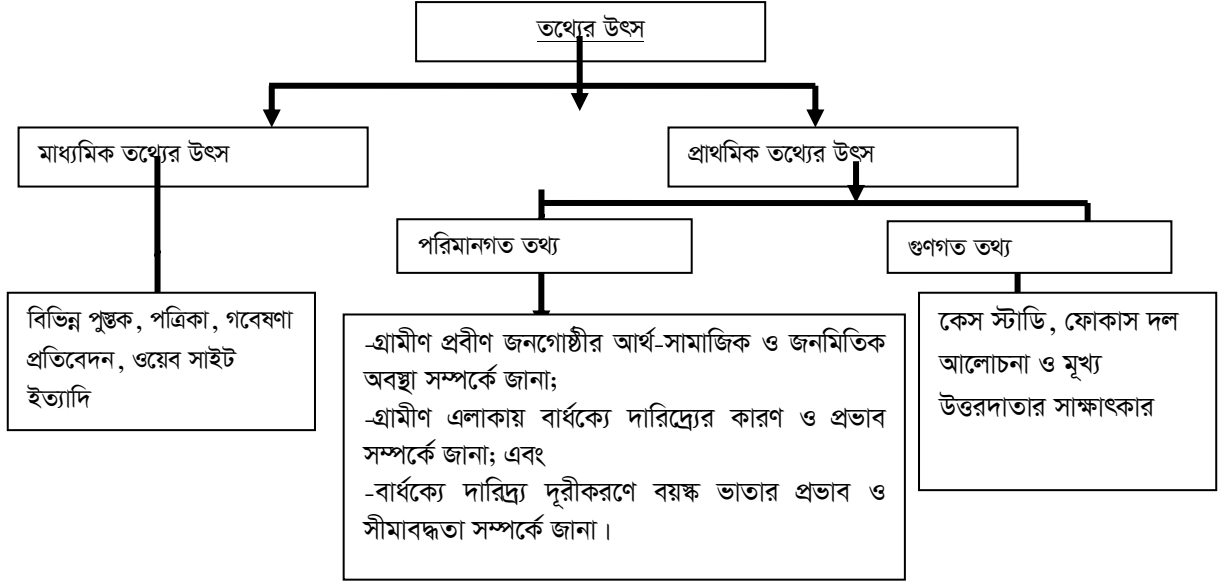
টেবিল: ২ গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	উত্তরদাতা	মোট উত্তরদাতা
কেস স্টাডি	প্রবীণ/প্রবীণা	০৮ জন
ফোকাস দল আলোচনা (FGDs)	সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্কুল/কলেজ শিক্ষক, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ইত্যাদি।	মোট ৪ টি (প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে একটি)
মূখ্য সেবা দাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs)	সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ	০৪ টি
মোট		১৬ টি

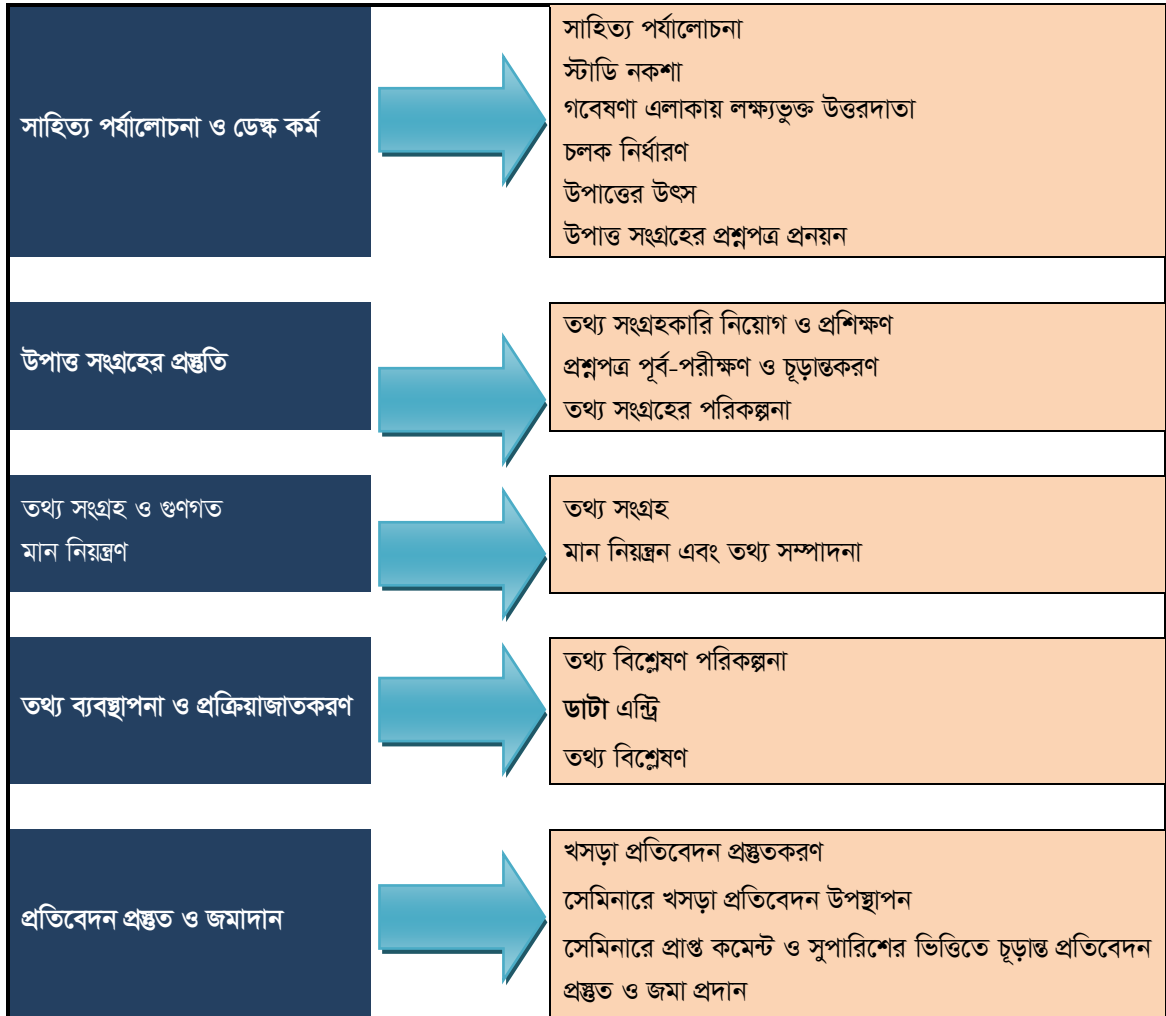
৯.৩) তথ্য সংগ্রহ কৌশল

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে আধা-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচি এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে In-depth case study, FGDs ও KIIs গাইড লাইন ব্যবহার করা হবে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি গবেষণা এলাকায় পূর্ব-পরীক্ষণ করা হবে এবং প্রয়োজনে উত্তরদাতাদের উপযোগী ও সহজবোধ্য করার জন্যে পরিমার্জন করা হবে যাতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে গবেষণা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন করা হবে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েব সাইট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হবে। এ সমস্ত সাহিত্য পর্যালোচনা আলোচ্য গবেষণার ধারণাগত কাঠামো এবং গবেষণা সমস্যাটি বুঝতে সহায়ক হবে।

চিত্র-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস



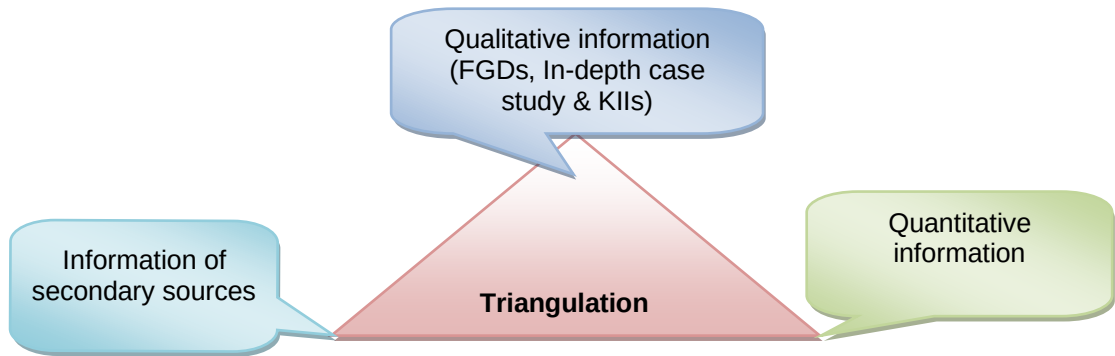
চিত্র-২: গবেষণার মূল্য কাজ



৯.৪) তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য প্রতিদিন যথাযথভাবে সম্পাদন করা হবে এবং কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে। পূর্নাঙ্গ সংগৃহীত তথ্যাবলীতে যথাযথ কোডিং প্রদান করে তা নানা ধরনের সফটওয়্যার যেমন: Excel/SPSS এর মাধ্যমে তথ্যসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন সারণী ও চিত্রে উপস্থাপন করা হবে। ফলাফল বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক কৌশল যেমন: গড়, মধ্যমা, প্রচুরক, সহ-সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য Triangulation উপায়ে ব্যাখ্যা করা হবে।

চিত্র-৪: Process of Triangulation



গুণগত তথ্য থিম্যাটিক ও ভারব্যাটিম প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হবে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে জাতীয় বিভিন্ন প্রতিবেদনের সাহায্য নেয়া হবে এবং ফলাফল তুলনা করা হবে। প্রথম ড্রাফট প্রতিবেদনের ফলাফল সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপন করা হবে এবং উক্ত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হবে।

১০) গবেষণার নৈতিক দিক

বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কোন এথিক্যাল কমিটি বা গাইড লাইন এখনো তৈরী হয়নি যেখানে গবেষণার নৈতিক অনুমোদন নেয়া যেতে পারে বা গবেষণা কর্মকে অনুমোদন দিতে পারে। তবে Miles and Huberman (1994) প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা এ গবেষণায় অনুসরণ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে উত্তরদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং মৌখিক অনুমতি নেয়া হবে। উত্তরদাতাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

১১) গবেষণার ক্ষেত্র/পরিধি

বর্তমান গবেষণা গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্যের কারণ, প্রভাব ও বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। এ গবেষণার মূল দিক হলো গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্যের কারণ, প্রভাব এবং বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানা। বর্তমান গবেষণাটি দু'টি বিভাগের চারটি উপজেলায় পরিচালিত হলেও এর ফলাফল সারা দেশে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্যের কারণ, প্রভাব এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি কিছু বাস্তবভিত্তিক নীতি-সুপারিশ তুলে ধরবে যা নীতি প্রণয়নকারি ও উন্নয়ন কর্মীদের সহায়তা করবে। বর্তমান গবেষণাটি পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক হবে। গবেষণার বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ঘ) ও ১৯ অনুচ্ছেদ, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ডেল্টা প্লান (২১০০) দারিদ্র্য দূরীকরণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

১২) প্রত্যাশিত ফলাফল

বর্তমান গবেষণাটি গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক্যে দারিদ্র্যের কারণ, প্রভাব এবং বার্ষিক্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক ভাতার ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তথ্য প্রদানে সহায়ক হবে। সময় ও বাজেট বিবেচনায় গবেষণাটি ০২টি বিভাগের ০৪টি জেলায় পরিচালিত হলেও এর ফলাফল ও সুপারিশ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে জানতে সহায়ক হবে। আলোচ্য গবেষণার বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ক) ও ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২, বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ডেল্টা প্লান (২১০০) এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে।

১৩) সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা

সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে মৌলিক উপকরণের নিশ্চয়তা ও ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। SDG goal 1: No Poverty এবং 2: Zero Hunger লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান গবেষণাটি গুরুত্বের দাবী রাখে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ডেল্টা প্লান (২১০০) বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে। সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেমন; বয়স্ক ভাতা, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং পিতামাতা ভরণপোষণ আইন ২০১৩। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি প্রবীণ কল্যাণে নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধ।

১৪) গবেষণার উপকারভোগী: গ্রামীণ দরিদ্র প্রবীণ এবং বয়স্ক ভাতাভোগী জনগোষ্ঠী।

১৫) গবেষণা কার্যক্রমে সহায়ক ব্যক্তিবর্গ

- ১) ড. মো. রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকল্প পরিচালক)
- ২। তাসনিম আবরার, সহকারি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ঢাকা। (গবেষণা সহকারি)
- ৩। জিনাত জেরিন, এম ফিল গবেষক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (তত্ত্বাবধায়ক)
- ৪। মো. শহীদ হাসান, এম ফিল গবেষক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (তত্ত্বাবধায়ক)
- ৫। মো. কামরুল আহসান, এমএসএস, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (তত্ত্বাবধায়ক)
- ৬। ১০ জন তথ্য সংগ্রহকারি যারা সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন।

১৬) গবেষণা কাজের সময় ও কর্ম পরিকল্পনা

গবেষণা কাজের বিবরণ	এপ্রিল ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫			
	এপ্রিল-জুন ২০২৫	জুলাই-আগস্ট ২০২৫	সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ২০২৫	নভেম্বর- ডিসেম্বর ২০২৫
গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা ও সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সাথে আলোচনাক্রমে উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ চূড়ান্ত করণ, গবেষণা এলাকা পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও প্রশ্নমালা পূর্ব পরীক্ষণ				
তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সম্পাদনা, ডাটা এন্ট্রি ও তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ				
তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া রিপোর্ট প্রনয়ন, সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপন				
চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ন ও জমাদান				

১৭. বাজেট

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	এককের নাম	প্রয়োজনীয় একক	একক প্রতি দর (টাকায়)	মোট (টাকায়)
১	টিম লিডার/প্রকল্প পরিচালক (১)	-	-	-	১০০০০০.০০
২	গবেষণা সহযোগী (১)	-	-	-	৫০০০০.০০
৩	গবেষণা সহকারী (১)	-	-	-	৪০০০০.০০
৪	তথ্য সংগ্রহকারীদের সম্মানী (০৬)	সংখ্যা/দিন (০৬ জন/০৭ দিন)	৪২	টাকা- ৩০০০	১২৬০০০.০০
৫	তত্ত্বাবধায়ক ০২ জন	০২ জন/০৭ দিন	১৪	টাকা ৩৫০০	৪৯০০০.০০
৬	প্রশিক্ষণ	-	-	-	২০০০০.০০
৭	ডাটা এন্ট্রি	জন/দিন	১০	টাকা- ২০০০	২০০০০.০০
৮	স্টেশনারীজ (রাইটিং বোর্ড, পেপার, পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, প্লাস্টিক পোল্ডার/ব্যাগ, ফটোকপি ও প্রিন্টিং ইত্যাদি)	মোট			১০০০০.০০
৯	ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা	মোট			২০০০০.০০
১০	এফজিডি, কেস স্টাডি ও মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার	মোট			৫০০০০.০০
১১	রিপোর্ট রাইটিং এবং বাইন্ডিং	মোট			১০০০০.০০
১২	বিবিধ	মোট			৫০০০.০০
মোট					৫০০০০০.০০
পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র					

(বি. দ্র: সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্যাট, ট্যাক্স কর্তনযোগ্য)

১৮) গ্রন্থপঞ্জি

Azarin, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

Abedin, Professor Samad (1999). *Social and Health Status of the Aged in Bangladesh*, Centre for Policy Dialogue, Dhaka

BAAIGM, (2005). *Report of a Survey on Elderly People and Their Life-Style in Selected Zilas*, Bangladesh Association for the Aged Institute of Geriatric Medicine in Collaboration with World Health Organization and Ministry of Health and Family Welfare, The Government of Bangladesh, Dhaka.

BAAIGM and WHO (1997). *National Plan to Meet the Health Care and Welfare Needs of the Elderly in Bangladesh*, Dhaka.

Burgess, E. W et al (1960), *Ageing in Western Societies*, Chicago: University of Chicago Press

Cumming, E., & Henry, W. E (1961). *Growing old: The process of disengagement*. New York: Basic Books.

Bangladesh Bureau of Statistics (2016). Bangladesh Household Income and Expenditure Survey, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Decker, David L. (1980). *Social Gerontology: An Introduction to the Dynamics of Aging*, (2nd edition). Toronto, Little Brown and Company

Harris, Dianna K (1990). *Sociology of Ageing*, New York, Harper and Row.

Kabir, Professor M. (1999). *Demographic and Economic Consequences of Ageing in Bangladesh*, Centre for Policy Dialogue, Dhaka.

Kabir, M and Salam M.A. (2001). *The Effects of Various Interventions on the Welfare of the Elderly: Evidence from Micro Study*. Centre for Policy Dialogue, Dhaka.

Islam, Md. Rabiul (2013). *A Study on Old Age Problem in Changing Families of Bangladesh* (Ph D Thesis), Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka (unpublished).

Miles, M.B. & A. M. Huberman (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Monawar Hosain, G.M. et. al (2003). "Health needs and health status of the elderly in rural Bangladesh". *Asia Pacific Journal of Public Health*, 15 (1). pp. 3-9. ISSN 1-800-818-7243

Munsur, Ahmed Mohammad et. al. (2010). "Determinants of Living Arrangements, Health Status and Abuse among Elderly Women: A Study of Rural Naogaon District, Bangladesh" *Journal of International Women's Studies*, Vol. 11

Nahar, Dr. Nilufar, 2006. *Aged Women in Urban Area of Dhaka City in Bangladesh*, A H Publishing House, Dhaka

Rahman, ASM Atiqur (2002). *The Problems of Ageing in Bangladesh: A Socio-Demographic Study*, Dhaka, Bangladesh (Unpublished PhD Thesis).

Rahman, ASM Atiqur, (2016) *Probin Barta*, Bangladesh Association for the Aged and Institute of Geriatric Medicine, Dhaka.

Strehler, B. L. (1999) *Time, Cells, and Aging*, Demetriades Brothers, Larnaca.

United Nations (2017), *World Population Prospects: The 2017 Revision, Department of Economic and Social Affairs*

আদম শুমারি (২০০১, ২০১১ ও ২০২২). পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা (২০১৩). সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পিতামাতা ভরণপোষণ আইন (২০১৩). সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) (২০১৭). পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রহমান, মুহাম্মাদ হাবিবুর (২০০২). *সামাজিক জরাবিজ্ঞানের ভূমিকা: বার্ষিকের সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা, আশরাফিয়া বইঘর।

সাহা, সব্যসাচী (২০০২). *সামাজিক জরা বিজ্ঞান*, রাজশাহী, মঙ্গল চন্দ্র সাহা।